প্রথম আলো

তারিখ ... 19 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সমাবর্তনের দুই বছর পরও সনদ পাননি ২৬২৫ জন

আহমেদ শাহরিয়ার

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন হয়েছে দুই বছর আগে। সে সময় ২ হাজার ৬২৫ জন শিক্ষার্থীকে মূল সনদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সনদে শব্দগত ত্রুটির অভিযোগ ওঠার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেগুলো ফেরত নেয়। এরপর দুই বছর পার হয়ে গেলেও ত্রুটি সংশোধন করে মূল সনদ দেওয়া হয়নি। এতে পাস করা শিক্ষার্থীদের চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় নানা জটিলতার মুখে পড়তে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০১৫ সালের ১৬ নভেম্বর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন হয়। এতে স্নাতক পর্যায়ে ২ হাজার ১১০ জন, স্নাতকোত্তরের ৫১২ জন ও পিএইচডির ৩ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়। কিন্তু সমাবর্তনের পরদিন সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সনদে ভাষাগত ভুল ও পাসের সালে ভুলের অভিযোগ তোলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়গুলো আমলে নিয়ে মূল সনদ ফেরত নিয়ে নেয়। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২০১৬ সালের ১৭ জানুয়ারি তৎকালীন ডিন ও বর্তমান উপাচার্য মো. কামাল উদ্দিন আহাম্মদকে প্রধান করে আট সদস্যের কমিটি গঠন করে। কিন্তু পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে রদবদলে কমিটির কাজে স্থবিরতা দেখা যায়। এ কারণে সমাবর্তনের দুই বছর পরেও এখনো মূল সনদ পাননি সমাবর্তনে অংশ নেওয়া ২ হাজার ৬২৫ জন শিক্ষার্থী।

> এখন সনদ ছাপার কাগজ কেনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। কাগজ কেনা হলে ছাপাখানায় যাবে
>
> চৌধুরী এম সাইফুল ইসলাম
> পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

৩৫তম বিসিএস ক্যাডার মনিরুজ্জামান মজুমদার বলেন, '৩৫তম বিসিএসের ভাইভা দিতে গিয়ে আমি প্রভিশনাল সার্টিফিকেট দেখাই। কিন্তু আমাকে বলা হয়, আপনাদের তো সমাবর্তন হয়ে গেছে, তাহলে মূল সার্টিফিকেট নেই কেন? পরে আমি বিষয়টি জানালে আমার কাছে এর প্রমাণ চাওয়া হয়। এরপর আমি এ-সংক্রান্ত পত্রিকার নিউজ দেখাই।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কামাল উদ্দিন আহাম্মদ মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা আমাদের প্রক্রিয়া পাঁচ মাস আগে শেষ করে দিয়েছি। এখন এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার ও কন্ট্রোলার বলতে পারবেন।'

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চৌধুরী এম সাইফুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, পরিবর্তিত নতুন মূল সনদ আগামী জানুয়ারিতে দেওয়া হবে। এখন সনদ ছাপার কাগজ কেনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। কাগজ কেনা হলে ছাপাখানায় যাবে।

দেরি হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, সমাবর্তন হয়েছিল এর আগের উপাচার্যের মেয়াদকালের শেষ দিকে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে রদবদল হয়। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রথম দিকে বৈঠকই করেনি। এ কারণে এত দিন সময় লাগছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিম বলেন, মূল সনদ সংশোধনের জন্য কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে। সেগুলো শেষ হতে দেরি হওয়ায় মূল সনদ দিতে বিলম্ব হচ্ছে।